রংবেরঙের ফুলে ছেয়ে আছে কালীগঞ্জের ফুল নগরী ত্রিলোচনপুর

ফুলের রাজধানী খ্যাত ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ত্রিলোচনপুর গ্রামে বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু হয়েছে জারবেরা ফুলের। ফুলনগরী খ্যাত কালীগঞ্জে নতুন অতিথি এখন জারবেরা ফুল। শুধু জারবেরাই নয় পাশাপাশি গ্লালোডিয়াস, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, লিলিয়াম ও স্ট্রবেরী ফল চাষে নজর কেড়েছে টিপু সুলতানের বাগান।

নিজের প্রায় ১৭ বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন এই ফুলের বাগান। এই অঞ্চলের চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানেও পাঠানো হচ্ছে এই ফুল। ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, ২১ শে ফেব্রুয়ারি ও পহেলা ফাল্গুগুন এই তিন দিবসকে সামনে রেখে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ফুল বিক্রি করবেন বলে তিনি আশাবাদী।

শুধু ফুল বিক্রিই নয় দূর দূরান্ত থেকে অনেকে এই বাগান দেখতে আসেন। প্রায়ই বিকেলে দর্শনার্থীরা ভিড় জমান ছবি তুলতে আর ফুল কিনতে।

জানা গেছে, ২০১৬ সালের জুন মাসে প্রায় তিন বিঘা জমিতে প্রথম জারবেরা ফুলের বীজ রোপণ করেন ফুলচাষী টিপু সুলতান। বীজ আনা হয় পাশ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে। আর ফুল ক্ষেতের উপর ছাউনি দিতে একই দেশ থেকে আমদানি করা হয় বিশেষ ধরণের পলিথিন। যা তৈরি হয় ইউরোপের দেশ গুলোতে। রোপণের তিন মাস পর গাছে ফুল আসতে শুরু করে। একটি গাছ একাধারে দুই থেকে তিন বছর ফুল দেয়।

চলতি বছর এই উপজেলার ৩৫০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের ফুলের চাষ করা হয়েছে। যে কারণে এ এলাকাটি মানুষের কাছে ফুল নগরী বলে পরিচিত। বিদেশি জাতের এই জারবেরা ফুল লাল, সাদা, হলুদ ও গোলাপিসহ ৮টি বাহারি রঙের হয়ে থাকে। তবে এই ফুলের কোন গন্ধ নেই। বিদেশি জাতের এই ফুলটি ক্ষেত থেকে তোলার পরও ১০ থেকে ১৫ দিন তাজা থাকে। যে কারণে বাজারে এই ফুলের চাহিদা বেশ।

ফুলচাষি টিপু সুলতান জানান, ২০১৬ সালের জুন মাসে পার্শ¦বর্তী দেশ ভারত থেকে বীজ সংগ্রহ করে প্রথম ৯৬ শতক জমিতে রোপণ করি। এরপর

তিন মাস পর গাছে ফুল আসতে শুরু করে। বীজ রোপণ, ক্ষেতের চারপাশে বাঁশের বেড়া স্থাপন, উপরের ছাউনি, সার ওষুধ ও শ্রমিক খরচসহ এ পর্যন্ত ৩৩ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এই ফুল পরিচর্যা করার জন্য চারজন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করে। বর্তমানে ১৭ বিঘা জমিতে বিভিন্ন ফুল ও ফলের চাষ করছেন।

তিনি আরো জানান, গত ছয় মাসে ২০ লক্ষাধিক টাকার ফুল বিক্রি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন দেড় হাজার থেকে ২ হাজার ফুল সংগ্রহ করা যাচ্ছে বাগান থেকে। একটি ফুল ১০ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন এই ফুল ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই এলাকার পরিবহন খাতেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে এই ফুল চাষ। সেন্টমার্টিন ট্রাভেলস লি: এর কালীগঞ্জ এরিয়া ম্যানেজার ইমরান খান জানান ফুল পরিবহন করে সারাবছরই বেশ ভাল টাকা উপার্জন করছে পরিবহন খাত।

ফুলচাষি টিপু সুলতান আক্ষেপ করে বলেন, শত চেষ্টা করেও তিনি ফুল বাগানে বিদ্যুতের সংযোগ নিতে পারেননি। যেকারণে তার ফুল চাষ ব্যাহত হচ্ছে। ফুলগাছে সেচ দিতেও তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

কৃষিবিদ ও কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, জারবেরা ফুল চাষের জন্য এ অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া বেশ উপযোগী। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়। শীত মৌসুমে উৎপাদন বেশি হয়। এছাড়া দেশের বাজারে এই ফুলে দাম ও চাহিদা বেশি। তবে এই ফুল লাভজনক হলেও খরচ বেশি হওয়ায় চাষ করতে পারছে না সাধারণ কৃষকরা।

কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শিকদার মোহামমদ মোহামেন আক্তার জানান, জার্মান পরিবেশবিদ ডাক্তার ট্রগোট জারবের এর নামানুসারে ফুলটির নামকরণ করা হয়। জারবেরা ফুল চাষের জন্য এ অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া বেশ উপযোগি। টিপু সুলতান একজন সফল ফুল চাষি। তিনি বিভিন্ন ফুল ও ফলের চাষ করেন। তাকে বিভিন্ন সময়ে উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়া হয়।

কালীগঞ্জে করোনার প্রথম ভ্যাকসিন নিলেন এমপি আনার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে করোনার প্রথম ভ্যাকসিন নিলেন স্থানীয় সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আনার। গতকাল রোববার বেলা ১১ টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিনি ভ্যাকসিন গ্রহণ করে করোনা ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কালীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর সিদ্দিকী ঠান্ডু, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সূবর্ণা রানী সাহা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ পারভীন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামিমা শিরিন লুবনা, হাসপাতাল স্বাস্থ্য কমিটির সদস্য মোচিক, শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি গোলাম রসুল ।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শামিমা শিরিন লুবনা জানান, গতকাল রোববার স্থানীয় সাংসদের শরীরে প্রথম করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এ দিনে কালীগঞ্জের ১৫১ জনকে ভ্যাকসিন পুশ করা হবে। ইতোমধ্যে তাদের হাতে ৯শ ৫৬ ভায়াল করোনা ভ্যাকসিন এসে পৌঁছিয়েছে। প্রতি ভায়াল ভ্যাকসিন থেকে মোট ১০ জনকে দেয়া যাবে।

তিনি আরো জানান, হাসপাতালের অভিজ্ঞ সিনিয়র নার্স ডাক্তারদের মাধ্যমে করোনা ভ্যাকসিন পুশ করা হচ্ছে। টিকা গ্রহণকারীরা আধা ঘন্টা হাসপাতালেই অবস্থান করবেন।

এছাড়াও টিকা গ্রহণকারীদের নিবিড়ভাবে সেবা ও পরিচর্যা করার জন্য হাসপাতালের অভিজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে একটি টিম গঠন করা হয়েছে। তারা সার্বক্ষণিক সেবা দিতে প্রস্তুত আছেন।

করোনা ভ্যাকসিন প্রদান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ তরুন কুমার দাস, ডাঃ অরুন কুমার দাস, ডাঃ সুলতান আহম্মেদ, ডাঃ খুরশিদ নাজনিন, ডাঃ সম্পা মোদক ও গণমাধ্যমের কর্মীসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

দামুড়হুদায় রাস্তার নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর পার্শ্ববর্তী মাঠের রাস্তার কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১১ টার সময় উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ হযরত আলীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

জীবননগরে কোভিট -১৯ টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন

জীবননগরে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোভিট-১৯ টিকাদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ১১টার সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আয়োজনে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বাস্তবায়নে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডাঃ মাহমুদা খাতুনের টিকাদানের মধে দিয়ে জীবননগরে কোভিট ১৯ টিকাদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ সেলিনা আখতার, জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম আর বাবু, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের (আর এম ও) ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু,

সাংবাদিক চাষী রমজান, মাজেদুল মিল্টন, সেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মাহমুদ সহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিনে রেজিষ্ট্রেশনকৃত জীবননগর উপজেলায় ২৩জনকে টিকা প্রদান করা হয়।

পর্যায়ক্রমে জীবননগর উপজেলায় ৩হাজার ব্যাক্তিকে কোভিট-১৯ টিকা প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্◌্◌েরর কর্মকর্তাগণ।

গাংনীতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ইচ্ছাপূরণে বনভোজন

মেহেরপুরের গাংনীতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ইচ্ছাপূরণে বনভোজন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বেলা ১১টার দিকে গাংনী এতিমখানা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কিশোরের ডাক সংগঠনের সভাপতি আবদুল্লাহ-আল-নোমান এর আয়োজনে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, বাংলা টিভি ও দৈনিক মানবজমিনের জেলা

প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুল হক স্বপন, সাংবাদিক তোফায়েল হোসেন, এস এম রফিকুল আলম বকুল,

মুভিবাংলা টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি রাব্বি আহমেদ, জয়যাত্রা টেলিভিশন এর মেহেরপুর প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল মুনিবসহ গাংনী এতিমখানা ও হাফেজিয়াা মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ভাতাভোগিদের মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে- এমপি খোকন

মেহেরপুরের গাংনীতে সমাজ সেবা কর্তৃক প্রাপ্ত ভাতাভোগিদের মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হবে। আজ রোববার এর উদ্বোধন করেন সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সেবা প্রান্তজনে বয়ষ্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের বিকাশের মাধ্যমে মোবাইলে হিসাব খোলা কার্যক্রমের উদ্ধোধন কালে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিকাশ কিংবা রকেটে মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা জালিয়াতি হচ্ছে। কোন মাসের টাকা কোন মাসে পাওয়া যায় তারও কোনো ঠিক নাই।

ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে সারাদিন পরে হলেও টাকা হাতে পেয়ে খুশিতে আত্নহারা হয়ে বাড়ি ফেরেন একজিন ভাতা গ্রহিতা। অথচ মোবাইলের মাধ্যমে যারা টাকা পাবেন এমন লোকও আছে যারা নিজের মোবাইলের নাম্বার টাও বলতে পারেননা। এমন কি টাকার ম্যাসেজ পাঠানো হলেও ভাতাভোগী বুঝে উঠবেননা তিনি টাকা পেয়েছেন কিনা। তিনি সঠিক সময়ে টাকা না পেলে বা টাকার পরিমাণ কম পেলে অভিযোগ করা বা তা খন্ডন করার কেউ থাকবেনা। বরং ভাতাভোগী নানা বিড়ম্বনায় পড়বেন। হবেন প্রতারিত।

ইতো-মধ্যে সরকারের করোনা কালীন সময়ে আর্থিক সহায়তা প্রদানে নানা টালবাহানা করেছে বিকাশ বা অন্যান্য মোবাইল কোম্পানী। কার টাকা কার মোবাইলে গেছে তা দেখার বা বলার কেউ নেই।

এছাড়াও উপবৃত্তির টাকা প্রদানের ক্ষেত্রেও নানা অসুবিধা হয়েছে শিক্ষার্থীদের। বিকাশ কোম্পানী সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে টাকা সঠিক ভাবে প্রদান করেননি এমন অহরহ ঘটনা আছে আমাদের দেশে।

এঅবস্থায় অনেক কোম্পানীর লোকজন বিভিন্ন অফার বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কথা বলে সরকারি টাকা প্রদানের চুক্তি নিচ্ছেন বটে, কিন্তু তাতে বাড়ছে প্রতারনা ও বিড়ম্বনা। আর এসকল কাজ যারা সরকারে কাছ থেকে চুক্তির প্রস্তাবনা দিচ্ছেন তারা না বুঝে প্রস্তাব দিচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন এ সাংসদ। এমন কাজ কর্মে বুঝে শুনে প্রস্তাবনা দেয়ার জন্য সরকারি কর্মকর্তাকে সজাগ থাকারও আহব্বান করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাঃ ফজলে রাব্বি।

অনুষ্ঠানে ৪০ জন ভাতাভোগি বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। গাংনীতে ২ হাজার ভাতাভোগি বিকাশে হিসাব খুলবেন বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার কাজি মোঃ আবুল মনসুর।

গাংনীতে করনো টিকা দান কার্যক্রমের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা ভাইরাস টিকার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ সকাল সাড়ে ১২ টার সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এ সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইউএইচ এফপিও রিয়াজুল

আলম বলেন, এ টিকার কোন প্বার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। সকলকে টিকা নেওয়ার আহ্বান জানান।

এমটিইপিআই আব্দুর রশিদ জানান, উদ্বোধনের দিন ২০ জনকে টিকা দেয় হয় এবং টিকা নেবার জন্য রেজিষ্ট্রেশন করেছেন ৩৪৫ জন। টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষকে সচেতন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ।

হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ সানন্দে টিকাদান কার্যক্রমকে গ্রহন করেন।

উপজেলা নির্বাহী আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান, আবাসিক মেডিকেল অফিসার সাদিয়া সুলতানাসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল নার্স ও স্টাফ বৃন্দ।

জেলার তিন উপজেলার ৯ টি বুথে চলছে টিকাদান কার্যক্রম।

নিখোঁজ সংবাদ

মো: তৌফাজ্জেল হোসেন নামের একটি ছেলে হারিয়েছে, পিতা- মো: সাহেব আলী, ঠিকানা: উজলপুর ব্যাংক পাড়া।

এই ছেলেটি গত মঙ্গলবার ০২/২/২০২১ তারিখে হারিয়ে গেছে। যদি কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি ছেলেটির সন্ধান পেয়ে থাকেন তাহলে পিতা- মো: সাহেব আলীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরিবার পক্ষ থেকে অনুরোধ হল। মোবাইল: ০১৭৮৮-৬৫৪৭২৪

বিএনপি টিকা নিয়ে মিথ্যাচারে লিপ্ত আছে- হানিফ

করোনা মহামারি থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য দ্রুততম সময়ে করোনার টিকা সব জেলা পর্যায়ে পৌছে দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, বিএনপি প্রথম থেকে করোনা নিয়ে নেতিবাচক কথা বলে আসছে। তারা বলেছিল করোনার টিকা বাংলাদেশে আসবে না, কিন্তু টিকা এসেছে। এরপরে তারা বললো ভ্যাকসিন আগে প্রধানমন্ত্রী নিক, তারপর অন্যরা নেবে।

এসব বলে তারা দেশের মানুষের ভিতর করোনা টিকা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। এটা নিলে মানুষ মারা যেতে পারে করোনা টিকা নিয়ে এমন ভয়ংকর প্রচারণা চালিয়েছিল। যাতে মানুষ করোনা টিকা না নেয় সেই জন্য তারা মানুষের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করেছিল।

হানিফ বলেন, আমরা টিকা নিয়ে এটা প্রমান করেছি যে বিএনপি টিকা নিয়ে মিথ্যাচারে লিপ্ত আছে। তিনি বলেন, ভ্যাকসিন নেবার পরে আমার মধ্যে কনো ধরনের অসুস্থতা নেই। ২০ মিনিট পরেও আমি স্বাভাবিকভাবে কথা বলছি। এটা নিরাপদ।

এসময় তিনি জনগণকে রেজিষ্ট্রেশন করে নির্ভয়ে করোনা ভ্যাকসিন নেবার অনুরোধ করে বলেন, এর মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ থেকে করোনাকে চিরতরে নির্মুল করতে সক্ষম হবো।

নিজে টিকা নিয়ে রবিবার বেলা সাড়ে ১১টায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে করোনা টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করে হানিফ সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এসময় কুষ্টিয়ার কুমারখালী খোকসা আসনের সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত, কুষ্টিয়া আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোটেক অনুপ কুমার নন্দী করোনা টিকা নেন।

এসময় সিভিল সার্জন আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা বিএমএমএর সভাপতি ডাঃ এস

এম মুসতানজিদ ও সিনিয়র মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ এসএম মুসা কবির উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আজ কুষ্টিয়ায় নিবন্ধন করা প্রায় একশ’ জনের করোনা টিকা দেওয়া হয়। জেনারেল হাসপাতালের চারটি বুথে এই টিকা দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার মানুষ টিকা নেবার জন্য নিবন্ধন করেছেন।

সকাল আটটা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত জেলা উপজেলা হাসপাতাল, পুলিশ লাইনসহ কয়েকটি পয়েন্টে নিবন্ধিত মানুষের মধ্যে টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন।।

চুয়াডাঙ্গায় কোভিড-১৯ টিকা প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের টিকা প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে রবিবার সারাদেশে একযোগে টিকা কার্যক্রম শুরু করা হয় ।

এর ধারাবাহিকতায় আজ সকালে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা ভাইরাসের টিকাদান কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়।

টিকা প্রদান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি ছেলুন জোয়ার্দার বলেন, টিকা দেওয়ার সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমরাও আজ টিকা নিব। অ্যাপে নিবন্ধন না করা গেলেও কেন্দ্রে গেলে করোনা টিকা দেয়া হবে।

টিকা প্রদানের বিষয়ে এমপি ছেলুন জোয়ার্দার বলেন সারাবছর টিকা কর্মসূচি চলবে। কেউ টিকা না নিয়ে ফিরে যাবে না। টিকার পরবর্তী ব্যবস্থাও হাসপাতালগুলোতে নেয়া হয়েছে।

টিকা প্রয়োগে দেশের পরিস্থিত আবারও স্বাভাবিক হবে, আবারো

মানুষের কাজের গতি ফিরে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন এমপি।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডাঃ এ এস এম মারুফ হাসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ও চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোঃ টোটন, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান সহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে কর্মকর্তা গন।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডাঃ এ এস এম মারুফ হাসান বলেন, সারা দেশে ১ হাজার ৫টি হাসপাতালে টিকা দেওয়া হচ্ছে। করোনার টিকা প্রদানের জন্য চুয়াডাঙ্গার চারটি উপজেলায় ৫৯টি বুথ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি বুথে দুই জন সিনিয়র ষ্টাফ নার্স, ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও একজন সহকারী মেডিকেল অফিসার থাকবে। প্রতিটি জেলা উপজেলায় নিয়মিত সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে টিকাদান কর্মসূচী।

উক্ত অনুষ্ঠানে কোভিড-১৯ ভেক্সিনেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনকালে চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডাঃ এ এস এম মারুফ হাসান সহ বেশ কয়জন ভ্যাকসিন গ্রহন করছেন।